দৈনিক খবর

তারিখ ...16/7/88...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৬...

025

শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে এরশাদ

দেশ ও জাতির কল্যাণে শিক্ষাঙ্গন থেকে অশুভ তৎপরতা দূর করার শপথ গ্রহণ করুন

রাষ্ট্রপতি এরশাদ সকলের প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা এবং শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে সচেষ্ট হওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। বাসস জানায়, গতকাল শুক্রবার ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বিটিএ) ত্রি-বার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে ভাষণদানকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশ ও জাতির কল্যাণে আসুন আমরা ক্যাম্পাস থেকে সকল অশুভ তৎপরতা দূর করার শপথ গ্রহণ করি।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমেদ, শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, বিটিএ'র সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক শাহ। সারাদেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়াও সম্মেলনে উদ্বোধনী অধিবেশনে মন্ত্রীবর্গ ও সরকারী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বার্টরাণ্ড রাসেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'শিক্ষকরা হচ্ছেন সভ্যতার বিবেক, জাতির পথ-প্রদর্শক এবং সাচ্চা মানুষ গড়ার স্থপতি।' ইসলামও শিক্ষকদের সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের পিতা-মাতার মত শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দেয়। বিশ্ব সভ্যতা ও জ্ঞানের অগ্রগতির কথা

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

দেশ ও জাতির কল্যাণে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি, কারণ শিক্ষা খাতে আমরা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারিনি।

তিনি বলেন, কালের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে গণমুখী করা যায় সে বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনার সময় এসেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষকদের মনে করিয়ে দেন যে, তাদের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার ওপর সবকিছু নির্ভর করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, স্বাধীনতার পরে সাক্ষরের হার ছিল ১৮ থেকে ২০ শতাংশ, এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী তা বেড়ে ৩০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। এই হার একটি স্বাধীন দেশের জন্য মর্যাদাকর। 'আমরা একটি শিক্ষিত জাতি— একথা যাতে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি তার জন্যে আমাদের অবশ্যই সাক্ষরের হার বাড়াতে হবে,' রাষ্ট্রপতি বলেন।

রাষ্ট্রপতি প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, এটিই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে পল্লীর মানুষকে সাক্ষর করে তোলা যেতে পারে। তিনি বলেন, আমাদের চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও অন্যান্য পেশাজীবীরা বিদেশে সুখ্যাতি অর্জন করলেও পল্লী এলাকার মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ২০০০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সাক্ষরের হার ৮০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের সার্থক শিক্ষাদানের চেষ্টাও চালাতে হবে। তিনি বলেন যে, তার সরকার দেশের প্রয়োজন মেটাতে একটি উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকারর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন, ইতিমধ্যেই যার রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার সরকার জনগণের ওপর এই রিপোর্ট চাপিয়ে দেয়ায় বিশ্বাস করে না, বরং সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার রিপোর্টের ওপর জনমত নিতে আগ্রহী। রিপোর্টটি ফলপ্রসূ দেখা গেলেই তবে তার বাস্তবায়ন করা হবে।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতির উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি প্রশ্ন করেন, যেখানে জীবনের নিরাপত্তা ও সেশন জটের কারণে সঠিক সময়ে শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার নিশ্চয়তা নেই সেখানে অভিভাবকরা কেন তাদের ছেলে-মেয়েদের পাঠাবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার সঠিক ব্যবহার হয় না। এরপরেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশন জটের কারণে সরকারকে প্রতি বছর ১৩৩ কোটি ৬২ লাখ টাকা লোকসান দিতে হয়।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ শিক্ষকদের জন্যে একটি কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্যে এক কোটি টাকা দানের ঘোষণা দেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি এরশাদ শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যান। রাষ্ট্রপতি আশ্বাস দেন যে, শিক্ষকদের সমস্যার দিকে তিনি দিকে তিনি নজর রাখবেন।

উপ-প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমেদ শিক্ষকদের প্রতি তাদের দাবী-দাওয়া পূরণ ও সমাজে স্বীকৃতি অর্জনের জন্যে রাষ্ট্রপতি এরশাদের নেতৃত্বাধীনে তাদের ঐক্য বজায় রাখার আহবান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ শিক্ষকদের প্রতি সেবার মনোভাব নিয়ে তাদের মহান দায়িত্ব পালনের আহবান